দৈনিক
আমাদের সময়

16 JAN 2017

'ওড়না' 'ছাগলে' সাফাই

কেউ যেন ছাড় না পায়

বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করাটা বর্তমান সরকারের এক বড় সাফল্য। তবে আমরা একটি বিষয় বারবারই বলে আসছি, বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের কিছু অসাধু ও কর্তব্যজ্ঞানহীন লোকের জন্য অনেক ভালো উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিনামূল্যের বই হতদরিদ্র শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি। মহৎ কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তকে ভুলের কারণে ম্লান হলে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আর এটি এমন এক ক্ষেত্রের ভুল, যা মেনে নেওয়া যায় না। গতকাল আমাদের সময়ের প্রতিবেদনে দেখা যায়– বিতর্কিত 'ওড়না', 'অজ' মানে 'ছাগল' শব্দের ব্যবহার নিয়ে এনসিটিবির প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে শব্দগুলোর ব্যবহারের পক্ষেই সাফাই গাওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর ভুলে ভরা পাঠ্যবই সংশোধনে ৬ জানুয়ারি তিন সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলন করে কাউকে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার ও উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি করা হয়। পরদিন সাময়িক বরখাস্ত করা হয় চিত্রকর সুজাউল আবেদিনকে। ভুলের ছড়াছড়িতে প্রধান সম্পাদকের দিকে অভিযোগের তীর। তার তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালের সপ্তম শ্রেণির বাংলা 'সপ্তবর্ণা' বইয়ের ৮১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার ১৪ নম্বর লাইনে উল্লেখ ছিল '১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হাতে নেন।' এ ঘটনার তদন্তের পরও দৃশ্যত তার কোনো শাস্তি হয়নি। বরং সম্প্রতি তার পদোন্নতিপূর্বক বদলি হয়েছে পিরোজপুরে। মন্ত্রণালয়ের আদেশ তিনি পরিবর্তন করে স্বপদেই থেকে যান। বিভিন্ন নোট-গাইড প্রকাশনা সংস্থার কাছেও তিনি বেশ সমাদৃত ব্যক্তি। এর অন্যতম কারণ এনসিটিবির পাঠ্যবই চূড়ান্ত হওয়ার আগে নোট-গাইড কোম্পানি জানতে পারে কোন পদ্ধতি, কী বিষয়বস্তু, সিলেবাস, কারিকুলাম থাকবে নতুন বইয়ে। তারাও সেই সূত্রে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছার আগেই গাইডবই বাজারজাত করতে পারে।

> এ ধরনের ভুল বা গাফিলতি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করারই পাঁয়তারা। আমরা কোনো সাফাই শুনতে চাই না। এই গাফিলতি বা কুচক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেককে আইনের আওয়তায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে যদি নৈতিকতাহীন ব্যক্তি বহাল থাকে তা হলে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়। এ ধরনের ভুল বা গাফিলতি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করারই পাঁয়তারা। আমরা কোনো সাফাই শুনতে চাই না। এই গাফিলতি বা কুচক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেককে আইনের আওয়তায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন তার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে চাই। কেউ যেন ছাড় না পায়।